8-8-47

রূপাঞ্জলী পিক্‌চার্সের

কালকালা

এ, ভি, রিলিজ

সরোজ মুখার্জীর প্রযোজনায়
রূপাঞ্জলি পিক্‌চার্সের প্রথম শ্রদ্ধাঞ্জলি—

অলকানন্দা

কাহিনী ও সংলাপ — **মন্মথ রায়**
চিত্ররূপ — **দেবকী বোস**
পরিচালনা — **রতন চ্যাটার্জী**
সঙ্গীত — **ধীরেন্দ্র মিত্র**

প্রধান-কর্ম্মসচিব — অজিত দত্ত
চিত্র-শিল্পী — ধীরেন দে
প্রধান-শব্দযন্ত্রী — নৃপেন পাল
শব্দানুলেখক — অবনী ব্যানার্জী
শিল্প-নির্দ্দেশক — শুভ মুখোপাধ্যায়
রসায়নাগারিক — ধীরেন দে (কেবি)
সম্পাদক — রবিন দাস
ব্যবস্থাপক — সুখেন্দু চক্রবর্ত্তী
স্থির-চিত্রশিল্পী — সিধু মিত্র
নৃত্য-শিক্ষক — পিটার গোমেশ
রূপ-সজ্জা — কালীদাস দাশ
সাজ-সজ্জা — গোষ্ট দাশ
গীত-রচনায় — লতিকা চট্টোপাধ্যায়
যূথিকা মুখোপাধ্যায়
শান্তি দেবী
বটকৃষ্ণ বসু

*

কবিগুরু রবিন্দ্রনাথের গান ঃ
"যাও যাও যাওগো এবার"

*

সহকারীগণ ঃ

পরিচালনায় — চন্দ্রনাথ মুখার্জী
রাজকৃষ্ণ হাজরা
কার্ত্তিক বোস
চিত্র-শিল্পে — নরেশ নাথ
সুধীর মিত্র
শব্দ-যন্ত্রে — কুমার সরকার
রাম
সম্পাদনায় — নানা বোস
দেবী চক্রবর্ত্তী
সঙ্গীত — উমাপতি শীল
শিল্প-নির্দ্দেশে — অনিল পাইন
কবীন্দ্র দাসগুপ্ত
রসায়নাগারে — চণ্ডী শীল
সুধীর ঘোষাল
লালমোহন ঘোষ

ভূমিকায় : অহীন্দ্র, পরেশ ব্যানার্জী, প্রমীলা (নিউ সেঞ্চুরী), পূর্ণিমা, স্বপ্রভা মুখার্জি, প্রদীপ কুমার, ইন্দু মুখার্জী, রবি রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, ডাঃ হরেন, অজিত চ্যাটার্জী, আশু বোস. চিত্রা, সত্য ঘোষ, জীতেন গাঙ্গুলী, ক্ষিতিশ, বৃন্দাবন প্রভৃতি।

[রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত] [এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রিবিউটার্স রিলিজ]

অলকানন্দা (কাহিনী)

শিলং-এর মনোরম পার্ব্বত্য-ভূমিতে ইঞ্জিনিয়ার আনন্দময় বসুর ছিল একখানি ছবির মত বাড়ী। সেই মস্তবড় বাড়ীতে থাকতো দুটি মাত্র প্রাণী—তিনি আর তাঁর স্ত্রী, অলকা। অলকার নামানুসারেই তিনি বাড়ীখানির নাম রেখেছিলেন—"অলকানন্দা"।

আনন্দময় মস্ত বড় ব্যবসায়ী—বোস এণ্ড রায় কোম্পানীর মালিক। কারবার দেখতেন তাঁর কপট বন্ধু ও অংশীদার যুধিষ্ঠির রায়।

একদিন এ-কথা সে-কথার পর যখন যুধিষ্ঠির আনন্দময়ের কাছে অলকানন্দাকে একটা ভাল হোটেলে রূপান্তরিত করবার প্রস্তাব করল, তখন আনন্দময় চটে উঠলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে জানিয়ে দিলেন যে অলকানন্দায় পাঁচভূতের হোটেল করা চলবে না।

তারপর এলো ১৯২১ সালের তীব্র অসহযোগ আন্দোলনের বিপুল বন্যা আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষকে প্লাবিত ক'রে!

এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার অপরাধে আনন্দময়ের জেল হয়ে গেল কয়েক বছরের জন্য।

জেল থেকে তিনি যখন ছাড়া পেলেন তখন অলকা মৃত্যু শয্যায়, বন্ধু যুধিষ্ঠিরের কারসাজিতে বোস এ্যাণ্ড রায় কোম্পানীর ভরাডুবি হয়ে গেছে, আর তারই জের টেনে তাঁর অলকানন্দাও সাজানো ডিক্রীদার মিঃ উইলিয়ম মহাপাত্রের কবলে গিয়ে পড়েছে।

অলকার মৃত্যু হলো। তার শেষ কৃত্য সমাধা করার পরই আনন্দময় চারবছরের মেয়ে নন্দিতাকে বুকে ক'রে অলকানন্দা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন নিরুদ্দেশের পথে।

* * * *

তারপর বিশ বছর কেটে গেছে!

অলকানন্দা হোটেল এখন শিলংএর সেরা হোটেল ম্যানেজার—উইলিয়ম্ মহাপাত্রের তত্ত্বাবধানে। তার অনেক স্থায়ী বাসিন্দার মধ্যে শীত কাতুরে—গাঙ্গুলী, আর গরম-কাতুরে বটব্যাল সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাছাড়া অস্থায়ী

বাসিন্দাদের মধ্যে আছেন বীরভূমের পড়ন্ত জমিদার চতুর্ভুজ হাতী আর তাঁর সুন্দরী ভাগ্নী রাকা দেবী, ম্যাডোনা থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেত্রী। ডাক্তারের পরামর্শে শিলংএ হাওয়া বদল করতে এসেছেন কেকা দেবী এই ছদ্মনামে।

হোটেলের লক্ষপতি মালিক যুধিষ্ঠির রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র ছেলে মৃদঙ্গ রায়ই বর্ত্তমানে অলকানন্দার মালিক এবং ইনিই সেই মৃদঙ্গ রায় যাঁর 'মানুষ' উপন্যাসখানি তাঁকে রাতারাতি নামজাদা ক'রে তুলেছে।

একদিন আদর্শবাদী ঔপন্যাসিক মৃদঙ্গ রায় বাস্তবের সন্ধানে নিরুদ্দিষ্ট হলেন। দশহাজার টাকা পুরস্কারের সঙ্গে তার এই নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন কাগজে কাগজে বেরিয়ে পড়লো।

এই লাভজনক বিজ্ঞাপনটি অনেকের মনেই লোভের সঞ্চার করল—অলকানন্দার বোর্ডাররাও তার প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পেল না—কেবল রাকা দেবীর মনে এটা একটা অপরূপ রোম্যান্সের আমেজ ঘনিয়ে তুলল।

ইতিমধ্যে মানস রক্ষিত ব'লে একটি ভাগ্যান্বেষী যুবকের টাকাকড়ি সমেত সুটকেশটি শিলংএর কাছাকাছি এসে খোয়া গেল। ভাগ্য-ক্রমে এই যুবকের চেহারার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের বর্ণনার অনেকখানি সাদৃশ্য ছিল, তাছাড়া তারও ডান হাতে উল্কি দিয়ে লেখা ছিল—এম্, আর। কাজেকাজেই অল্পক্ষণের মধ্যেই তার উপর সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। আর সকলকে এড়িয়ে গেলেও সে না-পারলো রাকা দেবীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে, না-পারলো তার স্নিগ্ধ নিমন্ত্রণকে উপেক্ষা করতে।

এদিকে অদৃষ্টের অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিতে আনন্দময় তাঁর সুশিক্ষিতা মেয়ে নন্দিতাকে নিয়ে এসে অলকানন্দা হোটেলে উঠেছেন; আর মৃদঙ্গ রায়ও ছদ্ম নামে হাজির হয়েছে সেখানে তার নূতন উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন

করবার জন্য। ম্যানেজারের ঘরে ওদের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটলো—।

নন্দিতা ছিল মৃদঙ্গ রায়ের পরমভক্ত—'মানুষ' উপন্যাসখানা হয়ে উঠেছিল ওর গীতা। তাই যে দিন তার আলাপ হলো নকল মৃদঙ্গ রায়ের সঙ্গে সেদিন সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো

এদিকে রাকা ও মানসের মনের সম্পর্কটা নিবিড়তর হয়ে উঠতে। লাগলো।

কিন্তু সাহিত্যিকের অভিনয় করতে গিয়ে মানসচন্দ্রের প্রাণান্ত হবার দাখিল—তাছাড়া আসল ব্যাপারটা প্রকাশ পেলে জেলও হতে পারে এই দুর্ভাবনায় মানস শিলং থেকে সরে পরবার মৎলব আঁটতে লাগলো। এদিকে রাকা সুসাহিত্যিক মৃদঙ্গ রায়ের সম্বর্দ্ধনার জন্য এক সভা আহ্বান করলেন।

সভায় নৃত্য-গীতাদির পর রাকা দেবী যখন নকল মৃদঙ্গ রায়কে তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঁচহাজার টাকার একটি পার্স্ উপহার দিতে যাচ্ছে এমন সময় কলিকাতা থেকে মৃদঙ্গ রায়ের ম্যানেজার এসে হাজির হলেন সেখানে—এবং মানস রক্ষিতের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ক'রে বললেন প্রতারক। সভা বজ্রাহত হলো—অশ্রুমুখী নন্দিতা ও রাকা সভা ছেড়ে চলে গেল—পুলিশ এলো—কিন্তু তারপর.....”

গান

(১)

সব হারানোর অতল দরিয়ায়
ভাসিয়ে দেরে তরী এবার অসীম অজানায়।
মায়ার বাঁধন ফেলরে খুলে—
আর কত দিন রইবি ভুলে
মিথ্যা মোহের অলীক আলেয়ায়॥
মিছেই চোখের জলের ধারে,
আপসা আকাশ করিস নারে—
মিছেই আশার জাল বুনে তুই জড়ালি মায়ায়।

(২)

ঘুমায় ধরণী ঘুমায়—
রজনী মায়ের কোলে।
দিবসের দাহ যত

কোমল পরশে ভোলে ॥
তারার রাগিণী শুনিয়া কি,
চাঁদ জাগে ঘুমভরা আখি,
বাতাসের মৃদু শ্বসে
স্বপন-আবেশ দোলে ॥

(৩)

রাকা—তোমায় আমায় প্রথম দেখা তবু—
নয়ন বলে যেন তোমায় জানি।
মন বলে মোর অচেনা নয় কভু
বহু যুগের চেনা তোমার বাণী ॥
মানস—মনে যখন ফোটে রঙীন ফুল
নয়ন করে এমনি করেই ভুল
ভুলের মায়ায় পড়িতে চায় গলে
স্বপন সম মোহন মালাখানি ॥
রাকা—ভালবাসার সুরে যে-প্রাণ ভরা
ভুলের মালা সে কি কভু পরে ?
মানস—চৈতী রাতের হাওয়ার মত শুধু
ক্ষণের প্রলাপ বীণাতে তার ঝরে !
রাকা—হোক না ক্ষণের প্রলাপ তবু তারে
গেঁথেছি মোর হিয়ার তারে তারে।
ক্ষণের সাথী উঠলে চির হয়ে—
ভুল যদি হয় ভুলেই নেব মানি ॥

(৪)

জাগলো প্রেম জাগলো. ঘুম ভেঙে আজ
জাগলো।
দূর পাহাড়ের নীল ইসারা, বন-বেণী যেথা
বাঁধন হারা,
সেইখানে মোর প্রেমের ধারা শতধারে নামলো ॥
হৃদয় আমার রাঙা হলো অনুরাগে,
নীলাকাশে তারি বুঝি ছোঁয়া লাগে !
পাইন বনের ফাঁকে ফাঁকে, নাম-না-জানা পাখীর
ডাকে, ॥
হঠাৎ দেখি পথের বাঁকে, রথ বুঝি তার থামলো

(৫)

জীবনটা অভিনয়—জানি ওগো, জানি সবে জানি।
মনে তবু লাগে নেশা—মায়ার ছলনা-জাল টানি ॥
ভালবাসা মোহ নাকি ? তবু ভালবাসি হায়—
ভুলে তবু ভালবেসো যারে তব মন চায়।
বাহিরের আবরণ মনে হবে অকারণ,
ছলনা বোলনা, বোলনা—মধুর বাঁধন খানি ॥
কত যুগ যুগ ধরি মনে হয় পরিচয়,
অচেনা কি চির-জানা—মেটেনাকো সংশয় ;
হোক ভুল—ভালবেসো, দিও তব, দিও
প্রাণখানি

(৬)

রঙিয়ে দিয়ে যাওগো এবার—
যাবার আগে
তরুণ হাসির অরুণ রাগে—
আপন রাগে, গোপন রাগে,
অশ্রুসজল করুণ রাগে ॥
রঙ যেন মোর মর্ম্মে লাগে,
আমার সকল কর্ম্মে লাগে
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে,
গভীর রাতের জাগায় লাগে ॥
যাবার আগে যাওগো আমায় জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার চরণ-দোলা লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণ গুহার কক্ষে নিঝর ধারা জাগে
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে,
বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ লাগে,
তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও—
যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে, কাঁদন-বাঁধন-ভাগিয়ে
দিয়ে—
রাঙিয়ে দিয়ে যাও ॥

"অলকানন্দা" চিত্রের গানগুলি
হিজ্ মাষ্টার ভয়েস্ রেকর্ডে পাইবেন।

1947

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রীবিউটার্সের
পরিবেশনাধীন আগামী চিত্রাবলী

★

১। রাধা ফিল্মসের

স্যার শঙ্করনাথ

পরিচালক ঃ দেবকী বোস

২। ভ্যানগার্ড প্রোডাকসন্সের

জয়যাত্রা

পরিচালনা ঃ নীরেন লাহিড়ী

৩। এ, এল্, প্রোডাকসন্সের

ঘরোয়া

পরিচালনা ঃ মনি ঘোষ

৪। ভারতী ছায়া মন্দিরের

ভ্যারাইটি ষ্টোর্স

পরিচালনা ঃ বিনয় ব্যানার্জ্জী

এবং

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রীবিউটার্সের
নিজস্ব পরবর্ত্তী চিত্র

রাঙ্গামাটি

কাহিনী ও পরিচালনা ঃ প্রণব রায়

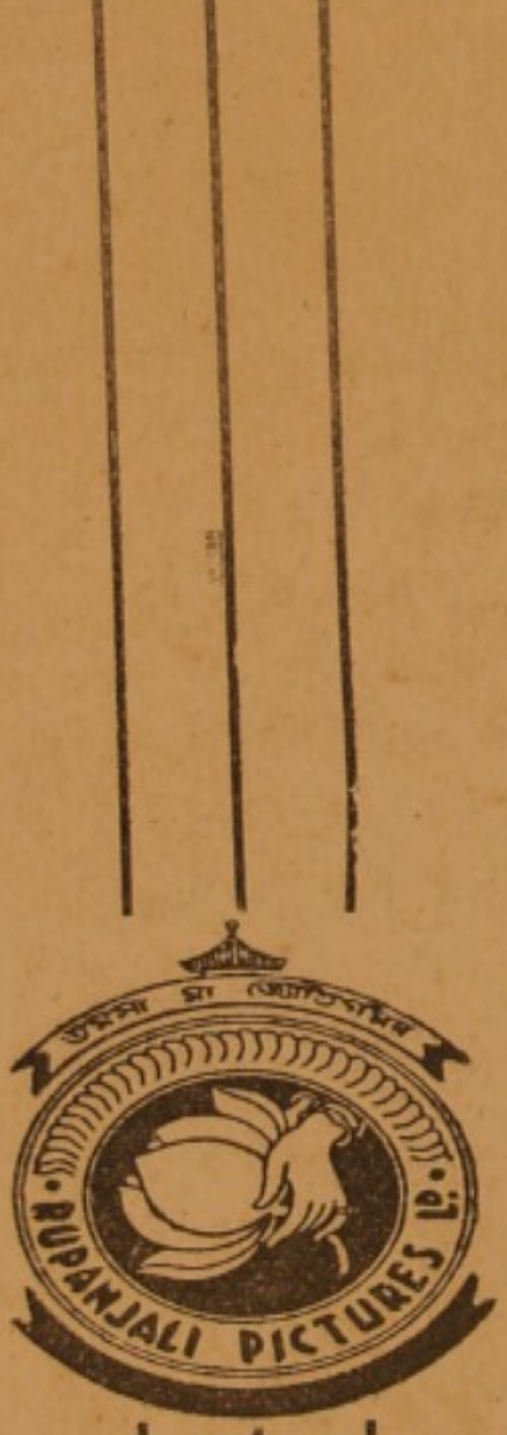

শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রীবিউটার্সের তরফ হইতে সম্পাদিত ও ৩২ এ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। জুভেনাইল আর্ট প্রেস ৮৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে জি, সি রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা মাত্র

1947